‘দুর্নীতি না থাকলে এবং ক্যাপাসিটি থাকলে অ্যাপ্লিকেশন করার ৭ দিনের মধ্যেই টেলিফোন সংযোগ পাওয়া সম্ভব’

এস.এ.টি.এম বদরুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড

টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে লস হবার কোন সুযোগ নেই। ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকলে এ খাতে হওয়ার কথা বিপুল লাভ। কারণ এস্টাব্লিসমেন্ট খরচের পরে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয় খুবই কম। কিন্তু এ দেশে টিএন্ডটি’র কার্যক্রম তা প্রমাণ করে না। টিএন্ডটি’র বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগেরও শেষ নেই। এসব অভিযোগ এবং বিটিটিবি’র ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড সম্পর্কে কথা বলেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান....সাক্ষাতকার নিয়েছেন **ফাহিম হুসাইন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমানে যে কেনো দেশের অন্যতম উন্নয়ন সূচক হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানকার টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরের উন্নতিকে। তো এ দেশে টেলিকম শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিটিবি বর্তমানে কি ভূমিকা রাখছে?

এস.এ.টি.এম বদরুল হক: বিটিটিবি একটি সরকারি সংস্থা। আমাদের প্রধান কাজই হলো দেশী টেলিকম সেক্টর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেসব কাজ সফল করার জন্য সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা থেকে অর্থায়ন এবং এসব বাস্তবায়ন। এর মধ্য দিয়ে আমরা নির্বাচনে পূর্ব ও পরবর্তী সকল সরকারি প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে যাচ্ছি। জনগণের কাছে টেলিযোগাযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য এর মধ্যেই সরকারি নির্দেশনায় ২০০৫ সালের মধ্যে ৫০ লাখ ফোন এ দেশে স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে এ দেশে ফোন সংখ্যা হলো ৬ লাখ। এছাড়া বর্তমানে বিটিটিবি ৩০টি দেশের ৩৫টি অপারেটরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ রক্ষার্থে চুক্তিবদ্ধ। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট সার্ভিসও দিয়ে থাকি। এ সময়ে মোট ৪৪টি জেলায় বিটিটিবি’র আইএসপি কাজ করছে। এ বছরের শেষ নাগাদ বাকি ২০টি জেলাও আমরা ইন্টারনেট সার্ভিস ছড়িয়ে দেয়ার আশা রাখি।

২০০০: সর্বোচ্চ পর্যায়ের জনকল্যাণ-মূলক গ্রাহকসেবা, না শুধু সরকারি লাভের দিকটি বিবেচনা করা। কোনটি বিটিটিবি’র মূল উদ্দেশ্য?

বদরুল হক : দেখুন, বিটিটিবি একটি জনকল্যাণমুখী কমার্শিয়াল সংগঠন। সরকারি কোষাগারে রাজস্ব বৃদ্ধি অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। সরকারি হলেও আমরা মূলত সার্ভিস প্রোভাইডার। আর এ ধরনের যে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই মূল লক্ষ্য থাকে গ্রাহকদের সন্তোষজনক সেবা প্রদান করা, বিটিটিবিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে জনবলের অভাবে হয়তো সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কারণে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। অন্যদিকে ফোন সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই দক্ষ জনবলের অনুপস্থিতি উন্নতমানের গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিটিটিবি-ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা এতো প্রতিকূলতার পরও সরকারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে থাকে সেবার পাশাপাশি। বিগত বছরে আমরা যোগান দিয়েছি ১৫৮৩ কোটি টাকার রাজস্ব। তবে এই আয়ের এক-চতুর্থাংশও আমরা বরাদ্দ হিসেবে পাই না। অথচ সেটি পেলে আরো উন্নতমানের সার্ভিস প্রদান করা সম্ভব হতো। তবুও আমরা যেটুকু পাই তা দিয়েই চেষ্টা করে যাচ্ছি।

২০০০ : আমরা জানি টেলিগ্রাফ বিভাগ এখন বলতে গেলে অচল। তো সেখানকার জনবল কি বিটিটিবি’র কাজে লাগাতে পারে না?

বদরুল হক : বিটিটিবি’র কিছু কিছু কাজে আমরা তো ইতিমধ্যে একটি বড় পরিমাণ উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে লাগাচ্ছি, তবে সব কাজ তো আর তাদের দিয়ে সমাধা করা যাবে না। যেমন ধরুন, আমাদের প্রতিটি এক্সচেঞ্জেই

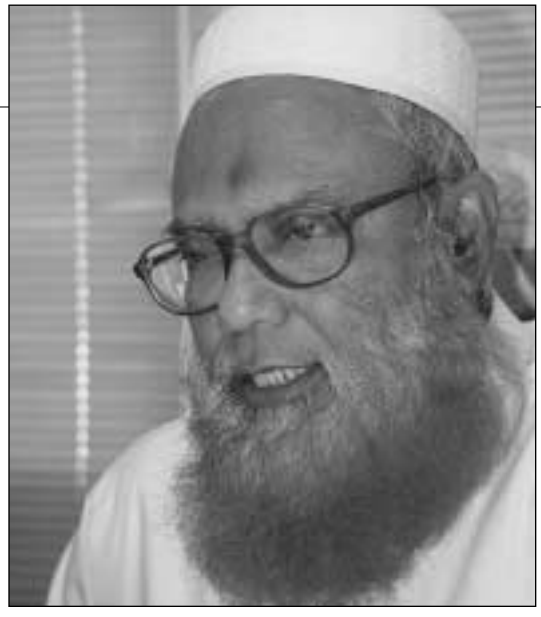

এর মধ্য দিয়ে আমরা নির্বাচনে পূর্ব ও পরবর্তী সকল সরকারি প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে যাচ্ছি। জনগণের কাছে টেলিযোগাযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য এর মধ্যেই সরকারি নির্দেশনায় ২০০৫ সালের মধ্যে ৫০ লাখ ফোন এ দেশে স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে এ দেশে ফোন সংখ্যা হলো ৬ লাখ

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন করে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। আর বর্তমান অবস্থায় ৫/৬টি এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব মাত্র একজন প্রকৌশলীকে দিতে হচ্ছে। এখন সাধারণ টেলিগ্রাফ অপারেটরকে তো আর ট্রেনিং দিয়ে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার বানানো সম্ভব নয়। তাই ঢালাওভাবে বলা যায় না, অতিরিক্ত জনবলকে কাজে লাগালেই আমাদের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ হবে। সরকারও ব্যাপারটি জানে। আর অচিরেই জরুরি ভিত্তিতে বিটিটিবিতে দক্ষ লোক নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

২০০০ : স্বাভাবিকভাবে কোনো একটি সার্ভিসের রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক কখনো সেই সার্ভিস প্রোভাইডার বা অপারেটর হয় না, হতে পারে না। কিন্তু বিটিটিবি বহু বছর ধরে ইন্টারনেট খাতে এই বৈরী এবং দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে আসছে বলে বেশির ভাগ আইএসপির অভিযোগ...

বদরুল হক : এই অভিযোগ সত্যি নয়। কারণ বিটিটিবি'র কাছ থেকে ইন্টারনেট সার্ভিস রেগুলেশনের দায়িত্ব টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রণালয় নিয়েছে আশির দশকের মাঝামাঝি অথবা নব্বইয়ের শুরুর দিকে, যেটার দায়িত্ব এখন বিটিআরসি'র কাছে। বিটিটিবি ভিসেট দিয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু আইএসপি হিসেবে কাজ করেনি। আইএসপি হিসেবে কাজ করেছে যারা ভিসেট নিয়েছে তারা। আমরা এখন আর রেগুলেটর নই। অন্যদের সঙ্গে আমাদের একটাই পার্থক্য, আমরা সরকারি অপারেটর। তাই বৈরী মনোভাবের প্রশ্নই ওঠে না।

২০০০ : কিন্তু এটা তো সবার অভিযোগ যে, বেসরকারি খাতের আইএসপিগুলোর চেয়ে অবকাঠামোগত সুবিধা সরকারি প্রতিষ্ঠান হবার কারণে আনফেয়ারলি আপনারা বেশি পান...

বদরুল হক : অবশ্যই না। বরং তাদের সব অবকাঠামোগত সুবিধাই আমরা অফার করছি। আইএসপি চালানোর অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো টেলিফোন সরবরাহ থাকলে ৫০, ১০০ অথবা ২০০ টেলিফোনও যেকোনো অপারেটরকে দিতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি না। আর তারা যোগাযোগের জন্য ভিসেট ব্যবহার করে, আমরা বড় স্যাটেলাইট ব্যবহার করি কিন্তু তারপরও আমাদের কমিউনিকেশন ক্যাপাসিটি তাদের চেয়ে বেশি নয়। প্রাইভেট আইএসপিগুলো যদি চায় আমাদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে, তাহলেও স্বাগতম। আমরা বিভিন্ন জেলার মধ্যে যে ডাটা নেটওয়ার্ক চালু করেছি, সেটি ব্যবহারের আমন্ত্রণও সবাইকে দিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিলো, মাল্টি মিটারিংয়ের কারণে নেট ইউজারদের ফোন বিল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আমরা সেটিরও সমাধান দিয়েছি প্রতিটি আইএসপিকে একটি করে বিশেষ ফোন নম্বর দিয়ে। যেখানে ফোন করলে একজন ইউজার যতোক্ষণই নেট ব্যবহার করুক না কেন, বিল আসবে মাত্র একটি ফোন কলের। মজার ব্যাপার হলো এতে পূর্বের ১.৭০ টাকার বদলে গ্রাহককে কলপ্রতি দিতে হচ্ছে ১.৫০ টাকা, সেটা অবশ্যই পজিটিভ দিক। তাই আমরা আনফেয়ার সুবিধা পাচ্ছি, প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি বৈরী মনোভাব দেখাচ্ছি– এগুলো মোটেই ঠিক নয়। বরং তাদের সর্বোত সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২০০০ : মাল্টিমিটারিং পদ্ধতি হঠাৎ করে বিটিটিবি চালু করলো কেন? এটা যদি এতোই সুবিধাজনক পদ্ধতি হয় তাহলে আগেই কি এর প্রয়োগ আসতে পারতো না?

বদরুল হক : এই একই প্রশ্ন টেলিকম রেগুলেটরিং কমিশনের (বিটিআরসি) কাছ থেকে আমাদের শুনতে হয়েছে। মূলত দু'টি কারণে বর্তমানে আমরা মাল্টিমিটারিং পদ্ধতির বিলিং সিস্টেম চালু করেছি। প্রথমত, আগে কিন্তু এ দেশে এখনকার মতো টেলিফ্যাক্স গ্রাহক ছিলো না। সেই গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ, তিনগুণ কিংবা চারগুণ হারে। গত ৩০ বছরে যে ডেভেলপমেন্ট হয়, এই কয়েক বছরে উন্নয়নের কারণে আমাদের ফোন সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। ফলে নেটওয়ার্ক কনজেশানের সৃষ্টি হচ্ছে। ধরুন ১০০ জনের জন্য তৈরি টেলি নেটওয়ার্কে এখন কথা বলছে ১০০০ জন। ফলে ফোনের আসল সুবিধা পাচ্ছে না অনেকেই। একটা কথা মনে রাখবেন, যখন ১০০ জনের জন্য একটি ফোন এক্সচেঞ্জ ডিজাইন করা হয়, তখন ধরেই নেয়া হয় যেখানে মাত্র ১০ জন একই সময়ে কথা বলবে, যে হারে এক্সচেঞ্জটি অবকাঠামোগত সুবিধা নির্ধারিত থাকে। এখন মাল্টিমিটারিং না থাকলে সেই ১০ জন যদি ন্যূনতম বিল দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন ব্যস্ত করে রাখেন, তাহলে বাকি ৯০ জন কিন্তু আর সেই টেলি সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই লোকজন যাতে অল্প কথার ভেতরেই তাদের কথোপকথন শেষ করে এবং নেটওয়ার্ক বিজি না রাখে, সেজন্যই মাল্টিমিটারিং পদ্ধতির প্রচলন শুরু হলো।

দ্বিতীয়ত ভারত, পাকিস্তান কিংবা শ্রীলংকায় কিন্তু অনেক আগে থেকেই মাল্টিমিটারিং পদ্ধতি চালু আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাদের বিলিং রেট আমাদের চেয়ে সস্তা। যেমন অনেক স্থানেই প্রথম ১০০ কল ফ্রি। কিন্তু যেসব স্থানে কথা বলার সময়টা স্ল্যাবে ভাগ করা এবং সেগুলোর গড় করলে দেখা যায় আমাদের নির্ধারিত রেট অনেক কম। এমনকি ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে দুই কিংবা তিনগুণ পর্যন্ত কম। তাই বলা যায়, সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে মাল্টিমিটারিং চালু করলেও আমরাই গ্রাহকদের সবচেয়ে কম চার্জ করছি।

২০০০ : একজন সাধারণ গ্রাহককে বিটিটিবি'র ফোন নিতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত টাকার সমপরিমাণ ঘুষ দিতে হয়, সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর। তো ন্যূনতম গ্রাহক সুবিধা দিতে অক্ষম বিটিটিবি'র সার্ভিস মানুষ কেন নেবে?

বদরুল হক : আমাদের ফোনের সাপ্লাই কম, সে তুলনায় ডিমান্ড অনেক বেশি। তাই 'চাহিবা মাত্র ফোন' দেবার সুবিধা আমরা প্রোভাইড করতে পাচ্ছি না এ কথাও সত্য। তবে বর্তমান সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, মাননীয় টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বিভিন্ন স্থানে যেসব বক্তব্য রাখছেন, তা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, অচিরেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঢাকা শহরে এ বছরের শেষ নাগাদ ৯০,০০০

নতুন ফোন লাইন ছাড়া হচ্ছে। এছাড়া জেলা হেডকোয়ার্টার এবং উপজেলাগুলোতেও ক্যাপাসিটি বাড়ানো হচ্ছে। গত পহেলা জুলাই থেকে ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলোতে ১৮,৪০০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৮০০০ টাকাতেই ফোন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে সেটি আরো কমিয়ে আনা হয়েছে ৫০০০ টাকায়। ফলে এতোদিন যারা ফোন নেবার কথা ভাবতেও পারতেন না, তারাও এখন আমাদের গ্রাহক হচ্ছেন। ঢাকায়ও ১০০০০ টাকায় ফোন পাওয়া যাবে ডিসেম্বর নাগাদ।

২০০০ : ফোন নেবার টাকা কমলো, ঠিক আছে। কিন্তু সংযোগ পেতে কত সময় লাগবে? এ ক্ষেত্রে তো বিশাল দুর্নীতির অভিযোগ আছে।

বদরুল হক : করাপশানের ব্যাপারটি তো আলাদা। দুর্নীতি না থাকলে এবং ক্যাপাসিটি থাকলে অ্যাপ্লিকেশন করার ৭ দিনের মধ্যেই টেলিফোন সংযোগ পাওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখবেন, If ideal situation Prevails. ইচ্ছুক ব্যক্তি লাইন চেয়ে আবেদন করার পরপরই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন হাত ঘুরে পুরো ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়। এখন ডিমান্ড নোট ইস্যু হতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি হয় বা সেটি পাবার পর গ্রাহক যদি টাকা পরিশোধে বিলম্ব করেন, তাহলে সময় তো বেশি লাগবেই। এছাড়া গ্রাহকরা ঠিকমতো ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করেছে কি না সেটাও ভেরিফাই করতে সময় লেগে যেতে পারে। করাপশনটা মাল্টি ওয়ে হতে পারে। বিভিন্ন পয়েন্টে দুর্নীতি করার জন্য কিছু চক্র কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি তো একটা জাতীয় ব্যাপার। রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। লোক তো আমি আর আমদানি করতে পারবো না। নিজস্ব লোকদের দিয়েই আমার কাজ করতে হবে। তাই বলা যায়, এরপরও সবাই সৎ হলে আদর্শ পরিবেশে টেলিফোন সংযোগ পেতে সাত দিনের বেশি সময় লাগবে না।

২০০০ : ফোন সংযোগ দ্রুত দেবার জন্য প্রশাসনিক কোনো সংস্কার কি করা হচ্ছে না?

বদরুল হক : অবশ্যই হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর মতো আমরা চেষ্টা করছি 'ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস' দেবার। অর্থাৎ একই জায়গা থেকে ডিমান্ড নোট ইস্যু হবে, বিল প্রদান করা হবে, সংযোগ পাওয়া যাবে ইত্যাদি। গত ৪ বছর ধরে আমাদের গুলিস্তান এক্সচেঞ্জে এ ধরনের সার্ভিস চালু আছে। সেটি সফল হওয়ায় গুলশানেও আমরা ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস চালু করেছি। তবে লোকবলের অভাবে এই উদ্যোগের সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না।

২০০০ : গ্রাহকের হাতে অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো বিল পৌঁছে না। আর বিল পরিশোধে দেরি হওয়ার কারণে বিনা নোটিশে ফোনের সংযোগ কেটে দেয়া হচ্ছে অহরহ– এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

বদরুল হক : সময়মতো বিল না পাওয়ার অভিযোগ আগে থাকলেও এখন অনেকটাই কমে এসেছে। টেলিগ্রাফ বিভাগের উদ্বৃত্ত জনবলের অনেককেই আমরা এ কাজে ব্যবহার করছি। আর আমাদের কাছে স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে তারপর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। আমরা লিখিতভাবে তাদের নোটিশ দিই। এমনকি যেদিন লাইন কাটা হবে সেদিন বা তার দুই-একদিন আগে ফোনে বলে দেয়া হয় যে, আমরা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে যাচ্ছি। এখন অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা বাসায় থাকেন না বা যারা থাকেন তারা সঠিকভাবে খবরটি সবাইকে জানাতে পারে না। এ কারণেই কিছুটা কমিউনিকেশন গ্যাপের সৃষ্টি হতে পারে।

২০০০ : বাংলাদেশের আইসিটি খাতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ। এ ব্যাপারে অগ্রগতি কতটুকু?

বদরুল হক : অগ্রগতি অনেক। বিশ্বব্যাপী সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের যে সর্বশেষ কনসোর্টিয়াম অনুষ্ঠিত হলো, বাংলাদেশ তাতে অংশ নিয়েছে। অতি শীঘ্রই মুভ স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে এবং সংযোগের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে মূল ক্যাবল থেকে চট্টগ্রামে সাব-কানেকশন তৈরিতে বাংলাদেশের খরচ হবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কারণ এই লাইনটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪০০ কি.মি। মূল সংযোগটি জাকার্তা, সিঙ্গাপুর, পেনাং, চট্টগ্রাম, চেন্নাই, শ্রীলংকা, মুম্বাই, করাচি, জেদ্দা, আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজখাল ও ইটালি হয়ে ফ্রান্সে গিয়ে শেষ হবে। সবকিছু ঠিকমতো চললে ২০০৪ সালের জুন নাগদ বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ কার্যকর হবে।

২০০০ : বিটিটিবি বাজারে মোবাইল ছাড়ছে, গত কয়েক বছর ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছে। আদৌ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি?

বদরুল হক : আমরা মন্ত্রণালয়ের কাছে মোট ১০ লাখ মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছি। এর মধ্যে ৬০০ কোটি টাকা খরচে আড়াই লাখ মোবাইল ফোন সংযোগের প্রস্তাব একনেকে উত্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০০৪ সালে সেগুলো বাজারে আসবে।

২০০০ : ভিওআইপি বর্তমান সময়ে টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহৃত একটি সস্তা, সুবিধাজনক ও জনপ্রিয় প্রযুক্তি। বিটিটিবি কি ভিওআইপিকে বৈধ করে নেবে, যেমনটি করেছে ভারত?

বদরুল হক : এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভিওআইপি একটা ভালো প্রযুক্তি। যোগাযোগের জন্য প্রচলিত মাধ্যমের পাশাপাশি এটির ব্যবহার করা যায় কিনা সেটি আমরা বিবেচনা করে দেখছি। বিটিআরসিও এটি নিয়ে ভাবছে। আর ভারত পুরোপুরি ভিওআইপিকে বৈধ করেনি, তাদেরও কিছু রক্ষণশীলতা রয়েছে এ ব্যাপারে।

ঢাকা শহরে এ বছরের শেষ নাগাদ ৯০,০০০ নতুন ফোন লাইন ছাড়া হচ্ছে। এছাড়া জেলা হেডকোয়ার্টার এবং উপজেলাগুলোতেও ক্যাপাসিটি বাড়ানো হচ্ছে। গত পহেলা জুলাই থেকে ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলোতে ১৮,৪০০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৮০০০ টাকাতেই ফোন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে সেটি আরো কমিয়ে আনা হয়েছে ৫০০০ টাকায়। ফলে এতোদিন যারা ফোন নেবার কথা ভাবতেও পারতেন না, তারাও এখন আমাদের গ্রাহক হচ্ছেন। ঢাকায়ও ১০০০০ টাকায় ফোন পাওয়া যাবে ডিসেম্বর নাগাদ